- কর্মস্থলে সম্পর্ক
- কর্মস্থলে পরিস্থিতি এবং সামাজিক প্রতিরোধ
- সামাজিক সংলাপ
- কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা
- কর্মস্থলে মানব উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ

ফলে, এই সকল কর্মকান্ড ও নিয়ম কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জন্যই প্রযোজ্য নয়, বরং সাপ্লাই চেইনের সাথে জড়িত সকলেই, যেমন সাবকন্ট্রাক্টর বা কোন তৃতীয় পক্ষের সরবরাহকারীর জন্যও প্রযোজ্য ।

সামাজিক দায়িত্বশীলতা কর্মস্থলের ভিত্তি তৈরি করে। একটি প্রতিষ্ঠানকে সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল হতে হলে এর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে তাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানব সম্পদ হিসেবে মর্যাদা দিতে হবে । ন্যায্য কর্মপরিবেশ দেয়া, কর্ম নিরাপত্তার একটি পরিমাপ, প্রতি মাসে ঠিক সময়ে ন্যায্য মজুরি প্রদান, কর্মী উন্নয়ন কর্মসূচী এবং কার্যকরী কর্মী ব্যবস্থাপনা যোগাযোগ এসকল সহযোগিতা কর্মীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে ।

> বাংলাদেশের গার্মেন্ট ও টেক্সটাইল খাতে যদি সক্রিয় অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠন করা যায়, তবে আশা করা যায় যে বাংলাদেশেও কার্যকর মালিক শ্রমিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে । যেখানে ব্যবস্থাপক ও শ্রমিক সম্মত প্রতিনিধির মাধ্যমে একে অপরের সাথে মত বিনিময় করতে পারে এবং তাদের চাহিদার কথা জানাতে পারে ।[৭]

একজন সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল কর্মী পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পালন ও উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে । কর্মপরিবেশ হওয়া উচিৎ নির্ঝঞ্ঝাট, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর । যাতে করে কোনোরকম অস্বাচ্ছন্দ্য বা ঝুঁকি ছাড়াই কর্মীরা কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে । যেখানে বিপদজনক বা বিষাক্ত সরঞ্জাম ব্যবহার করা হচ্ছে, সেখানে এই ব্যাপারে আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা উচিৎ, যাতে করে কর্মীগণ কিংবা স্থানীয় জনগন বিরূপভাবে প্রভাবিত না হয় । কর্মীদের অবশ্যই প্রতিরোধক পোশাক দেয়া উচিৎ এবং সেই সাথে ব্যক্তিগত প্রতিরোধক সরঞ্জাম যেমন- অ্যাপ্রন, গ্লাভস, মাস্ক, সেফটি গ্লাস, গগলস অথবা চোখের সুরক্ষার জন্য ফেস শিল্ড থাকা উচিৎ । কারখানায় একটি ভালো অগ্নি আবিষ্কারক এবং নির্গমন পদ্ধতি থাকা উচিৎ । বড় কারখানাগুলো ইলেক্ট্রিক ফায়ার ডিটেক্টর ও ফায়ার অ্যালার্ম ব্যবহার করতে পারে এবং আগুন লাগলে অবস্থা প্রতিকূলে আনার জন্য স্বয়ংক্রিয় পানি ছিটানোর পদ্ধতি থাকতে পারে । ছোটো কারাখানাগুলোতে আগুন লেগেছে কিনা তা বোঝার ব্যাপারটা কর্মীর পর্যবেক্ষণের ওপরেই নির্ভর করে; সেই সাথে হস্তচালিত বিপদ সংকেত দেয়া হয় ও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ও প্রশমণ করতে বালতি দিয়ে পানি ছিটানো হয় বা বালু দেয়া হয় ।

কর্মী উন্নয়ন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু । মালিকপক্ষের উচিৎ তাদের কর্মচারীদের পূর্ণ যোগ্যতায় উন্নীত করতে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা । কর্মী উন্নয়নের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে, কর্মস্থলে

---

[৭] বাংলাদেশ শ্রম আইন - ২০০৬, ধারা ২০৫